1

মৃতদের প্রত্যাশা

মূল

ড:মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আন- নাঈম

অনুবাদ

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

আল- আহসা ইসলামিক সেন্টার

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

মৃতদের প্রত্যাশা[1]

সকল প্রশংসা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ তা‘য়ালার জন্য। দরূদ ও সালাম সর্বশেষ নবী ও রসূল মুহাম্মদ (সা:), তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবাগণের প্রতি বর্ষিত হোক।

অত: পর, প্রতিটি মানুষের জীবনে বিভিন্ন প্রকার অনেক প্রত্যাশা থাকে। আর ভিন্ন ধরনের প্রত্যাশার কারণও থাকে। যেমন: ব্যক্তির পরিবেশ যেখানে সে বসবাস করে অথবা যে চিন্তা-ভাবনার

---

[1]. ইহা আমার বই “কিভাবে কল্যাণের দিকে প্রতিযোগিতা করবে? তারই একাংশ

উপরে প্রতিপালিত হয় কিংবা যে সকল বন্ধু-বান্ধুবের মাঝে থাকে।

যদি কোন মানুষকে জিজ্ঞাসা করেন আপনার জীবনের প্রত্যাশা কি? যদি ফকির-মিসকিনদের মাঝের ব্যক্তি হয়, যে অভাব দেখেছে ও এর কষ্ট অনুভব করেছে এবং এর সেক খেয়েছে, এমন ব্যক্তি প্রত্যাশা করবে অভাবমুক্ত জীবন। আর চাইবে গাড়ি-বাড়ি যাতে করে অধিকাংশ মানুষ যেমন আরাম আয়েশে জীবন যাবন করে সেরূপ সুখে থাকে।

আর যদি কোন সজ্জায় সায়িত অসুস্থ্য ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করেন যার চলাফিরা বন্ধ হয়ে গেছে, স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে ও পানাহার ও ঘুমের স্বাদ হতে বঞ্চিত হয়েছে। এমন ব্যক্তিকে তার প্রত্যাশা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে দেখবেন

সে সুস্থ হওয়ার প্রত্যাশা করবে। এতে যদি তার সমস্ত সম্পদ দিয়েও হয় তা করবে।

আর যদি বড়লোকদেরকে তাদের প্রত্যাশা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে দেখবেন তারা আরো অধিক বড়লোক হওয়ার প্রত্যাশা করবে; যাতে করে অমুক অমুক থেকে আরো বড়লোক হতে পারে। এরূপ যার কম আছে সে পরিতৃপ্তি হয় না আর যার বেশি আছে তার আসুদা হয় না। এ ছাড়া দুনিয়ার প্রত্যাশার শেষ নাই।

রসূলুল্লাহ (সা:) সত্যিই বলেছেন যা তাঁর থেকে আনাস (রা:) বর্ণনা করেছেন:

5

« لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ، أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ ».

যদি বনি আদমের একটি স্বর্ণের উপত্যকা হয়, তাহলে সে দুইটি উপত্যকা চায়বে। বনি আদমের মুখ মাটি ছাড়া পূর্ণ হয় না। আর যে তওবা করে (আল্লাহর দিকে ফিরে আসে) আল্লাহ তা'য়ালা তার তওবা কবুল করেন।[2]

---

[2]. **মুসনাদে আহমাদ (ফাতহুর রাব্বানী):১৯/247, বুখারী শব্দ তারাই হা:৬৪৩৯, মুসলিম হা: ১০৪৮, তিরমিযী হা: ২৩৩৭, দারেমী হা: ২৭৭৮**

অর্থাৎ: বনি আদম মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদা দুনিয়ার প্রতি লোভ করতে থাকে আর তার কবরের মাটি তার পেট পুরন করে।

এসব মানুষের বিপরীতমূখি প্রত্যাশার পরেও দেখবেন তারা সকলেই পুরা জীবন প্রচেষ্টা ও কষ্ট করতে থাকে। এটা করে তাদের স্বপ্ন ও প্রত্যাশাগুলোকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য। তাদের উপকরণ ব্যয় করার ফলে আল্লাহ তা'য়ালা কখনো সেগুলো বাস্তবায়ন করে থাকেন।

কিন্ত এক প্রকার মানুষ আছে যাদের প্রত্যাশা কখনো বাস্তবায় হওয়া সম্ভবপর নয়। আর তাদের চাওয়া-পাওয়ার প্রতি দৃষ্টিও দেওয়া হয় না। তারা কারা মনে করেন? আর কেন তাদের প্রত্যাশাগুলো বাস্তবায়ন হয় না? এ ছাড়া তাদেরকে সাহায্য অথবা তাদের কষ্ট লাঘব করা কি সম্ভব?

যে দলের প্রত্যাশা বাস্তবায়ন যোগ্য নয় তারা হলো: ঐ সকল মানুষ যারা তাদের পাপের বন্দী যাদেরকে কখনো ছেড়ে দেওয়া হবে না। তারা বিরামহীন অপরিচিত মুসাফির। তারা হলো যারা এ দুনিয়া ছেড়ে পরকালে পাড়ি দিয়েছে। (ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যুল আযীম)

মৃতরা কিসের প্রত্যাশা করে মনে করেন ? আর কারা আমাদের সাথে তাদের প্রত্যাশা নিয়ে কথা বলতে পারে মনে করেন? আমাদের থেকে তাদের খবরাদি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তাদের স্মৃতিকথা মুছে গেছে।

মুছে যাওয়া গ্রুপের কিছু কথা আলোচনা করি যাতে করে জানতে পারি এমন মানুষদের প্রত্যাশা যাদের দৃষ্টি শক্তি কঠিন। তারা জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছে এবং আল্লাহ তা'য়ালার ফেরেশতাগণকে অবলোকন

করেছে। তাদের কাছে অদৃশ্যমান দৃশ্যমান হয়ে গেছে। আর দুনিয়া ও আখেরাতের রহস্য জেনে গেছে। এ ছাড়া তারা কররের জীবনে দৃঢ়তার সাথে অবগত হয়ে গেছে যে, কঠিন দিনের জন্য পুনরুত্থান হবেই হবে।

তারা কি এ দুনিয়াতে ফিরে আসার ইচ্ছা পোষণ করছে , যাতে করে এ জীবনের স্বাদ ও মজা গ্রহণ করতে পারে? অথবা অনেক ঘর-বাড়ীর মালিক হবে এবং পৃথিবীতে ঘুরাফেরা ও খেল- তামাশার ভ্রমণ করবে?

এ দুনিয়ার জীবনে অনেক মানুষই কাংক্ষিত চাকুরি, সুন্দরী স্ত্রী, আরমদায়ক গাড়ি, প্রশস্ত বাড়ি, দালান- কোঠার মালিক, ঘুরাফেরা, রাত্রি জাগরণ ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইত্যাদির বেশি কিছু করতে পারে না।

পক্ষান্তরে মৃতব্যক্তিরা যে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে সেখান হতে তারা কি চায়?

যেখানে তারা ধোকায় পড়ে তার রহস্য জেনে পেছনে ছেড়ে এসেছে। আর যেখানে ফিরে যাওয়ার কোনই সুযোগ নেই।

আসুন ! আমাদের প্রতিপালকের কিতাব কুরআন কারীম ও নবী মুহাম্মাদ (সা:)- এর সুন্নত সৎ ও অসৎ মৃতদের প্রত্যাশা সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছে তা পড়ি।

প্রথমত: সৎমৃতদের প্রত্যাশা:

১. নিশ্চয় মুমিন ব্যক্তি যখন মারা যায় এবং ঘাড়ের উপরে বহন করা হয় তখন আহ্বান করে বলে, আমাকে কবরে জলদি নিয়ে চল যাতে করে স্থায়ী নিয়ামতরাজি গ্রহণ করতে পারি।

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন:

« إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ:يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ ».

((মায়্যেতকে যখন খাটে রাখা হয় ও মানুষ তাদের ঘাড়ে উঠিয়ে নেই তখন সৎব্যক্তি হলে বলে: আমাকে দ্রুত পৌঁছে দাও, আমাকে দ্রুত পৌঁছে দাও। আর যদি অসৎব্যক্তি হয় তবে বলে: হাই ধ্বংস ! কোথায় আমাকে ওরা নিয়ে যাচ্ছে? মানুষ ছাড়া সকলে তার আওয়াজ

শুনতে পাই। যদি মানুষ শুনত তবে অজ্ঞান হয়ে পড়ত।[3]

২. যখন তাকে কবরে প্রবেশ করা হয়, জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং জান্নাতে যে তাঁর স্থান দেখতে পায় তখন আর দুনিয়াতে ফিরে আসার প্রত্যাশা করে না। বরং সে চাইবে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হোক, যাতে করে চিরস্থায়ী নিয়ামতে প্রবেশ করে যার সে অপেক্ষায় ছিল। রসূলুল্লাহ (সা:) আমাদের জন্য উল্লেখ করেছেন যে:

« يُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ:أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا، وَطِيبِهَا،

[3] . মুসনাদ আহমাদ (ফাতহুল রাব্বানী) ৮/2, বুখারী হা: 1380, নাসাঈ হা: 1908

وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، حَسَنُ الثِّيَابِ، طَيِّبُ الرِّيحِ، فَيَقُولُ : أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ لَهُ :مَنْ أَنْتَ ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ،فَيَقُولُ:أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، فَيَقُولُ :رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، وَمَالِي ».

মুমিন বান্দা যখন তার কবরে দু'জন ফেরেশতার প্রশ্নের উত্তর দেবে তখন- - - - (‘‘আকাশ হতে একজন অহ্বানকারী আহ্বান করে বলবে: আমার বান্দা সত্য বলেছে তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও, তার জন্য জান্নাতের দিকে দরজা খুলে দাও। আর তার কাছে জান্নাতের কমল বাতাস ও সুন্দর সৌরভ

আসতে থাকবে। এ ছাড়া তার চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। আর তার কাছে একজন সুন্দর চেহারার সুন্দর পোশাক ও খোশবুতে এসে বলবে: সুসংবাদ নেও যাতে তুমি খুশি হবে। এ সেই দিন যার ওয়াদা করা হয়েছিল। তখন তাকে বলবে, আপনি কে? আপনার উজ্জল চেহারা কল্যাণের বাহক। সে বলবে, আমি তোমার সৎআমল। তখন (মুমিন বান্দা) বলবে: হে আমার প্রতিপালক! কিয়মত অনুষ্ঠিত কর যাতে করে আমি আমার পরিবার ও সম্পদে ফিরে যেতে পারি- - - - - ।”[4]

[4] . **মুসনাদে আহমাদ (ফাতহুর রাব্বানী) ৭/৭৪ শব্দ তারই, বারা ইবনে আজেব (রা:) হতে বর্ণিত, আবু দাঊদ হা: 4753, হাকেম:1/380, ইবনে খুজাইমাহ, শাইখ আলবানী (রহ:)সহীহুল জামে‘তে সহীহ বলেছেন হা:1676**

ইহা হলো নেক্কার ব্যক্তির তার কবরে থাকা অবস্থায় প্রত্যাশা কিয়ামত অনুষ্ঠিত হোক।

আর কাফের বা মুনাফিক তার কবরে কঠিন শাস্তির মাঝে থেকেও দোয়া করবে: হে প্রতিপালক! কিয়ামত অনুষ্ঠিত করো না, হে প্রতিপালক! কিয়ামত অনুষ্ঠিত করো না। কারণ সে জানে কবরের পরের অবস্থা আরো কঠিন ও বীভৎস।

৩. যেমনটি নবী (সা:) থেকে সাব্যস্ত যে, মুমিন ব্যক্তিকে তার কবরে যখন জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হবে তখন সে দুনিয়াতে ফিরে গিয়ে পরিবারকে তার জাহান্নাম হতে নাজাত ও জান্নাত লাভের সাফল্যতার খবর দেওয়ার প্রত্যাশা করবে।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:

« إِذَا رَأَى مَا فُسِحَ لَهُ فِي قَبْرِهِ، يَقُولُ: دَعُونِي أُبَشِّرُ أَهْلِي، فَيُقَالَ لَهُ: اسْكُنْ ».

“ যখন মুমিন বান্দা তার কবরের প্রশস্তা দেখবে তখন বলবে: আমাকে ছেড়ে দাও আমি আমার পরিবারকে সুসংবাদ জানিয়ে আসি।”

অন্য বর্ণনায় আছে: সে বলবে: “আমাকে ছেড়ে দাও আমি গিয়ে পরিবারকে সুসংবাদ জানিয়ে আসি তখন তাকে বলা হবে: শান্ত ও স্থির হও।” [5]

আল্লাহ তা‘য়ালা আমাদের জন্য ইয়াসীনের সঙ্গীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যিনি তাঁর

---

[5] . মুসনাদ আহমাদ (ফাতহুল রাব্বানী) 8/127, শাইখ আলবানী সহীহুল জামে‘তে সহীহ বলেছেন হা:557

জাতির হেদায়েতের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহী ছিলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা ও রসুলগণের প্রতি দাওয়াত করেন কিন্তু তারা তাঁকে হত্যা করে। যখন তিনি তাঁর কারামত নিজ চোখে দেখলেন ও জান্নাত দ্বারা ধ্যন হলেন তখন প্রত্যাশা করেন: তাঁর জাতি যেন তা জানতে পেরে ঈমান আনে। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ব্যাপারে বলেন:

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27)

"বলা হলো: জান্নাতে প্রবেশ কর, সে বলল: হাই! যদি আমার জাতি জানত যে, কেন আমাকে আমার প্রতিপালক ক্ষমা করেছেন

এবং আমাকে সম্মাতিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।” [সূরা ইয়াসীন: 26- 27]

অর্থাৎ তিনি প্রত্যাশা করেন যে, তাঁর জাতি যারা আল্লাহ তা‘য়ার দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং আল্লাহর নির্দেশাবলী প্রত্যাখান করেছে তারা যেন জানতে পারে, আল্লাহ তা‘য়ালা তাঁকে জান্নাতের কি নেয়ামত দান ও অধিক প্রতিদান দিয়েছেন।

৪. আর শহীদ তাঁর জন্য জান্নাতে তৈরীকৃত উঁচু স্থান দেখে দুনিয়াতে ফিরে যাওয়ার প্রত্যাশা করবে যাতে করে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে। অন্য ১০ বার করে শহীদ হতে পারে। কারণ, সে দেখবে মুজাহিদদের সম্মান ও সোয়াব।

শুনুন ! আল্লাহর রাহে যারা শহীদ হন তাদের প্রত্যেকের প্রত্যাশা বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সা:) আমাদের জন্য যা বর্ণনা করেছেন।

আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (সা: থেকে বর্ণনা করেন।

« مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ».

“জান্নাতে প্রবেশের পর শহীদ ছাড়া আর কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না যেখানে তার কিছুই নেই। কারণ, সে তার সম্মান দেখে প্রত্যাশা করবে ফিরে এসে ১০ বার করে শহীদ হওয়ার।”[6]

---

[6] . মুসনাদ আহমাদ (ফাতহুল রাব্বানী) 14/27, বুখারী শব্দ তারই হা: 2817, মুসলিম হা: 1877 তরিমিযী হা: 1661, নাসাঈ হা: 3160, ইবনে হিব্বান হা: 4661

জাবের (রা:) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন নবী (সা:) আমাদের সাথে সাক্ষাতে বলেন:

« يَا جَابِرُ مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ اسْتُشْهِدَ أَبِي، وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْنًا، قَالَ: أَفَلاَ أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا. فَقَالَ: يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ. قَالَ: يَا رَبِّ تُحْيِينِي فَأُقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً. قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لاَ يُرْجَعُونَ قَالَ: وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ

الآيَةُ : {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا}».

“হে জাবের! তোমাকে কেন মন ভাঙ্গা দেখতেছি? বললাম, হে আল্লাহর রসূল (সা:) আমার বাবা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছেন তাই। আর তিনি বড় পরিবার ও অনেক ঋণ রেখে গেছেন। নবী (সা:) তাকে বললেন: তোমার বাবা যা পেয়েছেন তার সুসংবাদ আমি তোমাকে দেব না? বললাম হাঁ, হে আল্লাহর রসূল। তিনি (সা:) বললেন: আল্লাহ তা‘য়ালা কখনো কারো সাথে পর্দার আড়াল ছাড়া কথা বলেননি কিন্তু তোমার বাবা। তার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। আল্লাহ বলেছেন: হে আমার বান্দা ! আমার কাছে প্রত্যাশা কর আমি তোমাকে দেব। তিনি (তোমার বাবা) বলে: হে আমার প্রতিপালক আমাকে জীবিত

করুন, যাতে করে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করে আবার শহীদ হতে পারি। মহান আল্লাহ বলেন: সেটি আমার পক্ষ হতে পূর্বে ঘষিত হয়েছে যে, তারা দুনিয়াতে আর ফিরে আসবে না। নবী বলেন: তাদের ব্যাপারেই এ আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

আল্লাহর বাণী:

{وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا}

“আর যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে তাদেরকে মৃত বল না।[7]

[7] . তিরমিযী হা: 3010, ইবনে মাজাহ হা: 190, ইবনে হিব্বান হা: 7022, শাইখ আলবানী (রহ:) সহীহ হিব্বানে সহীহ বলেছেন হা: 1926

দ্বিতীয়ত: অসৎ মৃতদের প্রত্যাশা:

আল্লাহ তা'য়ালার ব্যাপারে অবহেলাকারী তার উপর দিনের ঘন্টার পর ঘন্টা অতিবাহিত হয়। আর সে খেল-তাশায় মগ্ন থাকে ও অবহেলা প্রদর্শন করতে থাকে। তওবা করব করব বলে আর বয়স বৃদ্ধির আশা পোষণ করে। সে জানে তার মৃত্যু হঠাৎ করেই চলে আসবে। আর যখন মৃত্যু চলেই আসবে তখন যা ছেড়ে দিয়েছে তার ক্ষতিপূরণের সুযোগ পাবে না। তখন সে তার আমলের মাঝে বন্দী হয়ে কবরে অবস্থান করবে। যা ছুটে গেছে তার প্রতি আফসোস করবে এবং আল্লাহর নিকট প্রত্যাশা করতে থাকবে কিন্ত কোন কাজে আসবে না। অবহেলাকারী যখন মৃতুদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে তখন তার প্রত্যাশাগুেলা কি হবে? (ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ)

(১) দুই রাকাত সালাত আদায়:

অবহেলাকারী মায়্যেত যদি জীবন ফিরে পাই তবে প্রত্যাশা করবে, সে যেন মাত্র দুই রাকাত সালাত আদায় করতে পারে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ، فَقَالَ: «مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ؟ ». فَقَالُوا: فُلانٌ، فَقَالَ: « رَكْعَتَانِ أَحَبُّ إِلَى هَذَا مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ ».

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা:) একটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলেন: এ কবরবাসী কে জান? তাঁরা (সাহাবা কেরাম) বলল: উমুক। তখন তিনি (সা:) বলেন:“ দুই রাকাত সালাত এর

নিকট তোমাদের অবশিষ্ট দুনিয়ার চেয়েও অধিক প্রিয়। [8]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী (সা:) বলেন:

«ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا يشير إلى قبره في عمله أحب إليه من بقية دنياكم».

“ হালকা দুই রাকাত নফল সালাত যা তোমরা তুচ্ছ মনে কর।কিন্তু ইহা তার আমলে বৃদ্ধি হোক তোমাদের বাকি দুনিয়ার চেয়েও তার (এ কবরবাসীর) নিকট অতি প্রিয়।”[9]

---

[8] . তবারানী, শাইখ আলবানী (রহ:) সহীহুত তারগীব ওয়াত্তারহীবে সহীহ বলেছেন হা: 391

[9] . ইবনে মুবারোক বর্ণনা করছেনে, শাইখ আলবানী (রহ:) সহীহুল জামে'তে সহীহ বলেছেন হা: 3870

অবহেলাকারী মায়্যেতের শেষ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো:তার বয়সে একটু বৃদ্ধি করা হোক, যাতে করে দুই রাকাত সালাত আদায় করতে পারে যা তার নেকিকে বাড়াবে। আর আনুগত্য ছাড়া যে বয়স তার চলে গেছে তা যেন পুরা করতে পারে। রসুলুল্লাহ (সা:)- এর অসিয়ত শুননি! তিনি আমাদের জীবতদেরকে বলেছেন:

« الصَّلاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَكْثِرَ فَلْيُكْثِرَ».

“ সালাত হলো: সর্বোত্তম বিষয় যে তা বেশি করতে পারে সে যেন বেশি করে।”[10]

---

[10] . তবারানী, শাইখ আলবানী (রহ:) সহীহুল জামে'তে হাসান বলেছেন হা: 3870

মায়্যেত কবরে সালাতের সোয়াব দেখে ও সালাতের উপকারিতা অবলোকন করে অতীতের আনুগত্য ছাড়া ফেলে রাখা আসা দিনগুলোর জন্য কঠিনভাবে আফসোস করবে। আরো আফসোস করবে যেসব সময়গুলো খেল- তামাশা ও অবহেলাতে চলে গেছে। এখন তা হতে আফসোস ও লজ্জা ছাড়া আর কিছুই অর্জন করতে পারবে না। রসুলুল্লাহ (সা:) ঐ করবের মায়্যেতের প্রতাশা সম্পর্কে আমাদের জন্য উল্লেখ করেছেন। সে প্রত্যাশা করবে দুনিয়াতে ফিরে গিয়ে নির্দিষ্ট কিছু মিনিট সালাত আদায় করার, শুধুমাত্র দুইটি রাকাত অন্য কিছু না। দুনিয়া থেকে সে দুই রাকাত সালাত ছাড়া আর কিছুই চাইবে না।

সুবহানাল্লাহ ! কারণ এখন দুই রাকাত সালাত তার কাছে দুনিয়ার সমান হয়ে গেছে।

আর কি তার নিকট দুনিয়া পরিমাণ হবে যখন সে তা পচ্ছাদে ফেলে এসেছে এবং তার আমলের কাছে বন্দী হয়ে পড়েছে।

অবসরে একটি রুকুর গুরুত্ব দান কর, কারণ তোমার মৃত্যু হঠাৎ করেই চলে আসবে। কতই সুস্থ ব্যক্তিকে অসুস্থ ছাড়াই দেখেছ, যার সুস্থ জীবন চলে গেছে আকস্মিকভাবে।

কবরে মৃতদের শেষ প্রত্যাশা এক ঘন্টার জীবন মাত্র। বরং এক মিনিট যেখানে তারা তাদের ছুটে যাওয়া তওবা ও নেক আমলকে পূরণ করতে পারে। আর আমরা দুনিয়াতে আমাদের সময়ে বাড়াবাড়িকারী বরং আমাদের জীবনে। আমরা তালাশ করি কিভাবে আমাদের সময়কে হত্যা করা যায়। যাতে করে আমাদের বয়স আনুগত্য ছাড়া অযথা শেষ হয়ে যায়। কিছু মানুষ আছে যারা সময়কে পাপের কাছে লাগিয়ে থাকে। আমরা জানি না

আমাদের কবরে কি গোপন কেরে রাখছি আরাম দায়ক না দু:খজনক অবস্থা? আমরা সালাতের জন্য আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে শুনি কিন্তু যাকে ডাকা হয় তার জীবনই নাই।

(২) দান- খয়রাত:

মৃতরা নির্দিষ্ট কিছু মিনিটের জন্য দুনিয়াতে ফিরে আসার প্রত্যাশা করবে যাতে করে আল্লাহর জন্য দান- খয়রাত করতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের এ প্রত্যাশার কথা তাঁর নিম্নের বাণীতে আমাদের জন্য উল্লেখ করেছেন:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

(10) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (11)

“তোমারা কারো মৃত্যু আসার পূর্বে আমি যা রিজিক দান করেছি তা হতে খরচ কর। অত:পর (মৃত্যুর পর) বলবে: হে আমার প্রতিপালক আমাকে কিছু সময়ের জন্য যদি দেরী করতে, তাহলে আমি দান- খয়রাত করতাম এবং নেক্কার ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। আর কখনো কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় চলে আসলে দেরী করা হবে না। আর আল্লাহ তোমরা যা কর তার খবর রাখেন।” [সূরা মুনাফিকূন:10- 11]

তারা পরিতৃপ্ত হয়েছে কিন্তু সময় যাওয়ার পর। নিশ্চয়ই দান- খয়রাত আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় আমল।এর দ্বারা আল্লাহর রাগ নিভে যায়। আর বান্দা কিয়ামতে তার সম্পদ

সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে তা কোথা হতে উপার্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে।

তাই তারা দুনিয়াতে ফিরে আসার প্রত্যাশা করবে যাতে করে ফকির- মিসকিনদেরকে নিষেধ করার পর এখন দান করতে পারে। এ ছাড়া সম্পদ তাদের কামনা- বাসনা ও ভ্রমণে খরচ করেছে।

অত:পর তারা বলবে: হে আমাদের প্রতিপালক! যদি কিছু সময় আমাকে দেরী করতে তাহলে আমি দান- খয়রাত করতাম।”

ফিরে আসার প্রত্যাশা করবে কারণ সে জেনে যে, দান–খয়রাত সকল আমালের মধ্যে গৌরবময় ও সর্বোত্তম আমল।

উমার ইবনে খাত্তাব (রা:) বলেন:

« ذَكَرَ لِي أَنَّ الْأَعْمَالَ تَبَاهَى فَتَقُولُ الصَّدَقَةُ: أَنَا أَفْضَلُكُمْ ».

আমার জন্য উল্লেখ করছেন, আমলসমূহ আপোষে গৌরব করবে তখন দান- খয়রাত বলবে: আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।[11]

দান- খয়রাত করার জন্য দুনিয়াতে ফিরে আসার প্রত্যাশা করবে, কারণ সে জেনেছে তার সোয়াবের মহত্ব অথবা অবহেলাকারীর কঠিন শাস্তির কথা। নিশ্চয়ই ইহা আফসোস ও দু:খভরা প্রত্যাশা কিন্তু এসেছে দেরী করে।

৩. নেক আমল:

আর তৃতীয় প্রত্যাশা যা ঐ সকল মৃতরা করবে তা হলো: নির্দিষ্ট কিছু মুহূর্ত দুনিয়াতে ফিরে আসার যাতে করে তারা সৎব্যক্তি হতে পারে। যেন তারা কোন সৎআমল করতে পারে। যা তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তা

---

[11] . **ইবনে খুজাইমাহ হা:2433, হাকেম 1/416, শাইখ আলবানী (রহ:) সহীহুত্তারগীব ওয়াত্তারহীবে সহীহ বলেছেন হা:878**

সংশোধন করতে পারে। আর যেসব স্থলে আল্লাহর অবাধ্যতা করেছে সে সবে আনুগত্য করতে পারে। যেন একবার হলেও আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে। তারা প্রত্যাশা করবে যদি একটিবারও তসবীহ পাঠ করতে পারে, যদি একবারও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে পারত। কিন্তু তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হবে না ও তাদের প্রত্যাশাও বাস্তবায়ন করা হবে না। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ব্যাপারে বলেন:

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100)

“ তাদের কোন একজনের যখন মৃত্যু উপস্থিত হলে বলে: হে আমার প্রতিপালক আমাকে ফেরৎ পাঠান। যাতে করে আমি সৎআমল করতে পারি যা ছেড়ে এসেছি। কখনো না! ইহা একটি বাক্য যা সে বলে। আর তাদের পশ্চাতে রয়েছে বরজাখী জিন্দেগী পুনারুত্থান পর্যন্ত।” [সূরা মুমিনূন: 99- 100]

ইহাই হলো আল্লাহর সাথে অবহেলাকারীর অবস্থা যখন তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। বলবে: হে আমার প্রতিপালক আমাকে ফেরৎ পাঠান। যাতে করে আমি সৎআমল করতে পারি যা ছেড়ে এসেছি। আরো বলবে:

لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58)

যদি আমার জন্য ফিরে যাওয়ার সুযোগ থাকত তবে আমি সৎ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।”

পাপিষ্ঠ মায়্যেত যখন মৃত্যু তাকে হামলা করে ও তার পাপরাজি তাখে ঘিরে ধরে এবং

তার পর্দা খুলে যায় তখন চিৎকার করে বলে, হাই! আমার প্রত্যাশা, হাই আমার মন্দ পরিণতি, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ফেরৎ পাঠাও যাতে করে আমি সৎআমল করতে পারি যা ছেড়ে এসেছি। এটাই একমাত্র প্রত্যাশা।

মৃতরা তাদের জীবনের সকল ফুরসত ও সুযোগ শেষ হয়ে গেছে। তারা তাদের আখেরাত চোখে দেখেছে ও পক্ষের ও বিপক্ষের সবকিছু জানতে পেরেছে। বুঝতে পেরেছে যে, তারা তাদের সময়গুলো নষ্ট করছে যা তাদের আখেরাতে কোন উপকারে আসেনি। যে সময় তাদের সামনে দিয়ে বিনষ্ট হয়েছে তার কোন মূল্য দেয়নি। তারা নিয়ামতে ছিল কিন্তু তা কাজে লাগাইনি। আর আজ তারা প্রাত্যাশা করছে একটি সৎআমল যা তাদের মিজানকে ভারি করবে এবং কষ্ট

লাঘব হবে ও প্রতিপাল সন্তুষ্টি হবেন। কিন্তু সম্ভব হবে না তাদের জন্য ইহা। কোন এ আফসোস ও কোন এ লজ্জা যার মাঝে ওরা বসবাস করবে।

বেশির ভাগ সময় মানুষ নিয়ামতে ডুবে থাকা অবস্থায় আল্লাহর নিয়ামতের ব্যাপারে গাফেল থাকে। চলে যাওয়ার পর তার গুরুত্ব বুঝতে পারে।

আমরা যারা জীবিত তারা সবচেয়ে বড় নিয়ামতে আছি যতক্ষণ আমাদের আত্মাগুলো আমাদের শরীরে আছে। তাই আল্লাহর বেশি বেশি স্মরণ করি। হে পাঠক ! আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (সা:) ঘুম থেকে জাগার সময় তাঁর প্রসংশা করতে নির্দেশ করেছেন। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করেন ও তাঁর জিকির করার অনুমতি

দেন। কেননা ঘুম জীবন ও আল্লাহর জিকির থেকে বিরত করে দেয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ :الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَعَافَانِي فِي جَسَدِي ، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ».

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা:) বলেন: তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগে তখন যেন বলে: সকল প্রসংশা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে আত্মা ফেরৎ দান করেছেন, আমার শরীরে সুস্থা দান করেছেন

এবং আমাকে তাঁর জিকির করার অনুমতি দান করেছেন।[12]

আমরা এখন বেঁচে থাকার নিয়ামতের মালিক যখন আমাদের নেকি বাড়াতে পারি এবং পাপরাজিকে মিটাতে পারি। আর যখন মরে যাব তখন প্রতিটি মিনিট যা আল্লাহর জিকিরে ও আনুগত্যে লাগাইনি তা নিয়ে আফসোস করব। তাই জীবনের মুহূর্ত ও মিনিটগুলো কাজে লাগাই আফসোস করার পূর্বে। অতএব, কিছু মৃতরা যা এখন প্রত্যাশা করে আমরাও তাই করব। ইবরাহীম ইবনে ইয়াজিদ (রহ)বলেন: আমার নিকটে রাইয়াহ আলকায়সী এসে বলল: হে আবু ইসহাক! আমাদেরকে পরকালবাসীদের কাছে নিয়ে তাদের অতি নিকটের সময় সম্পর্কে বর্ণনা

---

[12] . **তিরমিযী হা:3401, ইবনে সুন্নী হা: 9, শাইখ আলবানী (রহ:) সহীহুল জামে'তে হাসান বলেছেন হা: 329**

করুন। অত:পর তাঁর সাথে কবরস্থানে গেলাম এবং কিছু কবরের কাছে বসলাম। এরপর বলল, হে আবু ইসহাক ! তাদেরকে প্রত্যাশা করার সুযোগ দেওয়া হলে তারা কিসের প্রত্যাশা করবে? (অর্থাৎ যদি বলা হয় প্রত্যাশা কর) বললাম, আল্লাহর কসম তারা দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে। অত:পর আল্লাহর আনুগত্যে ও সংশোধনের কাজে সময়কে উপভোগ করবে। তিনি বললেন, আমরা এখন দুনিয়াতে, তাই আল্লাহর আনুগত্য ও সংশোধন করি। এরপর উঠে গিয়ে চরমভাবে চেষ্টা ও পরিশ্রম করা শুরু করেন এবং অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন।[13]

---

[13] . **ইকাযু ঊলিলহিমাম আল-আলিয়াহ ইলা ইগতিনামিল আয়্যামিল খালিয়াহ, আব্দুল আজীজ আল-সুলাইমান, পৃষ্ঠা নং:357**

যখন কোন কবরস্থান জিয়ারত করবেন তখন খোলা খবরের সামনে দাঁড়াবেন। আর এই সঙ্কির্ণ কবর নিয়ে চিন্তা করুন এবং খেয়াল করুন আপনি এখন তার মধ্যে রয়েছেন। আপনার উপরে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ও মাটি স্তুপীত করে দেওয়া হয়েছে এবং পরিবার ও ছেলে-মেয়েদেরকে ছেড়ে গেছেন। অন্য দিকে কবর অন্ধকার ও একাকীত্ব দ্বারা আপনাকে বেষ্টিত করে ফেলেছে। তখন আপনার আমল ছাড়া আর কিছুই দেখবেন না। এ কঠিন সময় আপনি কি প্রত্যাশা করবেন মনে করুন?

দুনিয়াতে ফিরে এসে সৎআমল করার প্রত্যাশা করবেন না? একটি রুকু করার জন্য, একবার তসবীহ পাঠ করার জন্য, একবার হলেও আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য। এখন আপনি মাটির উপরে জীবত ও সুস্থ। তাই

দাঁতে আঙ্গুল কামড় দিয়ে আফসোস করার পূর্বে সৎআমল করুন। কারণ আপনি মৃতদের সংখ্যায় পড়ে যাবেন এবং প্রত্যাশা করবেন কিন্তু আপনার ডাকে সাড়া দেওয়ার কেউ থাকবে না।

সুতরাং, যখন আপনার কবরে শুয়ে যাবেন আর দুনিয়াতে ফিরে আসবেন না আর আপনার নেকি বাড়বে না। কিন্তু যদি সৎআমল করনে যার সোয়াব জারি থাকবে মৃত্যুর পরে। তাই কিয়ামতের দিন আপসোস ও লজ্জা করার পূর্বে আজ আমল করুন।

ইবরাহীম তাইমী রহ:) বলেন: অভিনয় স্বরূপ আমি যেন জাহান্নামের আগুনে, জাক্কুম ফল খাচ্ছি, পুঁজ পান করছি, জিঞ্জির ও বেড়ি দ্বারা বাঁধা অবস্থায় রয়েছি। এ অবস্থায় নিজেকে বলছি কি চাচ্ছ তুমি? সে উত্তরে বলল:আমি দুনিয়াতে ফিরে যেতে ও সৎআমল করতে

চায়। বলেন: বললাম: তুমি প্রত্যাশায় রয়েছ অতএব, কাজ করতে থাক।[14]

সুতরাং, হে আল্লাহর বান্দা ! আমরা আমলের জগতে আর আখেরাত হচ্ছে প্রতিদানের জগৎ। অতএব, যে ব্যক্তি এখানে (দুনিয়াতে) আমল করবে না সে ওখানে (আখেরাতে) লজ্জিত হবে। আপনার জীবনের প্রতিটি দিন মূল্যবান। তাই অবহেলা করা হতে দূরে থাকুন। কেননা, মৃতদের কবরে তাদের শেষ প্রত্যাশা হলো একটি ঘন্টা যেখানে সে তার ছুটে যাওয়া সৎআমলগুলো পূরণ করতে পারে। আর জীবনের ফুরসৎ শেষ হওয়ার সাথে সাথে এর জন্য তাদের কোন রাস্তা নেই।

---

[14] . **হিলয়াতুল আওলিয়া ও ত্বাবাকাতুল আসফিয়া, আবু নাঈম: 4/211**

অতএব, ভাইয়া! যখন কবরস্থান জিয়ারত করবেন বা কোন মৃত ব্যক্তিকে বিদায় জানাবেন তখন সে সময় অবহেলা প্রদর্শনকারী হবেন না এবং কারো সাথে বেশি কথাও বলবেন না। বরং আপনার চতুস্পার্শে যে মৃতরা রয়েছে তাদের প্রত্যাশাগুলো স্মরণ করুন। তারা তাদের আমলের কাছে বন্দক রয়েছে। আর জীবনের ফুরসৎগুলো আল্লাহর বেশি বেশি স্মরণ করে সদ্ব্যহবার করুন। যাতে করে আগামীকাল মৃতদের সাথে না হয়ে প্রত্যাশা করবেন যেমন অন্যরা করে।

যখন কোন পাপ কাজের চিন্তা করেন তখন মৃতদের প্রত্যাশা স্মরণ করুন। স্মরণ করুন তারা প্রতাশ্যা করে যদি বেঁচে থাকত তাহলে আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য করত। তাহলে কিভাবে আপনি আল্লাহর অবাধ্যতা করেন একবার ভাবুন।

যখন আপনি একাকী থাকেন তখন মৃতদের প্রত্যাশা স্মরণ করুন- - - -

যখন আল্লাহর এবাদত করতে অবসন্নতা আসে তখন মৃতদের প্রত্যাশা স্মরণ করুন- - - -

রাবী‘ ইবনে খায়ছাম (রাহ:) তাঁর বাড়ীর ভিতরে একটি কবর খনন করেন। এরপর যখন নফস দুনিয়ার প্রতি ঝুকত ও অন্তর শক্ত হয়ে পড়ত তখন সেই কবরে অবতরণ করতেন। আর যখন কবরের অন্ধকার ও একাকীত্ব দেখতেন তখন চিৎকার করে বলতেন: “হে আমার প্রতিপালক আমাকে ফেরৎ দেন।” এ সময় তাঁর পরিবারের লোকজন শুনে কবর খুলে দিত। এক রাতে তিনি কবরে নেমে উপরে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেন। অত:পর যখন কবরের ভিতর হতে নির্জনতা অনুভব করেন তখন আহ্বান করে

বলেন: "হে আমার প্রতিপালক আমাকে ফেরৎ দেন। এ সময় কেউ তার ডাক শুনতে পায়নি। অনেক সময় পর তাঁর স্ত্রী শুনে দ্রুত গিয়ে তাকে বের করেন। বের হয়ে বলেন: হে রবী'! "হে আমার প্রতিপালক আমাকে ফেরৎ দেন।" এ কথা বলার পূর্বে আমল কর যে সময় কেউ উত্তর দেবে না।[15]

একজন মানুষ তার কবরে যখন দেখে একটির পর একটি সোয়াব আসছে তখন সে আনন্দিত হয়। চাই তা কোন আত্মীয় বা বন্ধুর পক্ষ থেকে বা কোন ভাল জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য কিংবা দান- খয়রাত যা সে করেছিল।

আর নবী (সা:) সুশংবাদ দান করেছেন যে, কিছু মানুষ আছে যাদের মৃত্যুর পরেও তাদের সোয়াব জারি থাকবে।

---

[15] . **ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন, গাজ্জালী: 2/211**

আবু উমামা (রা:)বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ (সা:) বলেন:

« أَرْبَعَةٌ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أُجُورُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ: مُرَابِطٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أُجْرِيَ لَهُ مِثْلُ مَا عَمِلَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَجْرُهَا لَهُ مَا جَرَتْ، وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا فَهُوَ يَدْعُو لَهُ ».

“চার ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও সোয়াব জারি থাকে। (১) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় প্রহরী অবস্থায় মারা যায়। (২) যে ব্যক্তি এমন জ্ঞান শিক্ষা দেয় যার আমলকারীদের সোয়াব তার জন্য জারি থাকে। (৩) যে ব্যক্তি এমন দান-খয়রাত করে যার সোয়াব তা বাকি থাকা পর্যন্ত

জারি থাকে। (৪) যে ব্যক্তি সৎসন্তান ছেড়ে যায় যে তার জন্য দোয়া করে।[16]

এরা সকলে মারা গেছে কিন্তু তাদের পরে নেকিগুলো মারা যায়নি। তারা যা পেশ করে গেছে তার জন্য অভিনন্দন।

আরা যে মরে গেছে কিন্তু তার পাপরাজি মরেনি, সে দুনিয়াতে ফিরে আশার প্রতাশা করবে যাতে করে পাপ হতে নিস্কৃতলাভ করতে পারে। তার দুই হাত যা কামাই করেছে তা হতে বাঁচার জন্য চাইবে। যেমন: নায়ক-নায়িকা ও গায়করা-গায়িকারা যারা তাদের কার্যাদি প্রচার মাধ্যমে রেকর্ড করেছে এবং তারা তওবা করেনি । ঐসব আল্লাহর রাস্তা থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য প্রচার

---

[16] . **মুসনাদে আহমাদ, (আল-ফাতহুর রাব্বানী:) 9/204, ত্ববারানী, শায়খ আলবানী সহীহুত্তারাগীব ওয়াত্তারহীবে সহীহ লিগাইরিহী বলেছেন, হা: 114**

হতেই থাকে। তারা দুনিয়াতে ফিরে আসার প্রত্যাশা করবে তাদের কৃত আমলসমূহ হতে পরিত্রান পাওয়ার জন্য। যাতে করে তাদের কাছে প্রতিনিয়ত আগত এসব পাপের গর্জন বন্ধ করতে পারে। তারা চাইবে ছেড়ে আসা দিনগুলোতে সৎআমল করার। তাদের পরে তারা কি ছেড়ে এসেছে? ফ্লিম ও গান- বাজনা ও এমন সব কাজ যাতে মানুষের চরিত্র ধ্বংস ছাড়া আর কিছু? আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য হতে বিরত রাখা ব্যতিত অন্য কিছুই নাই? এখন তারা তাদের পাপ ও যারা তাদের অনুসারী কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সমান পাপের ফল পাড়ছে। (ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ)।

রসুলুল্লাহ (সা:) কি বলেননি?

« وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، عُمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ».

--- "যে ব্যক্তি মন্দ কাজের সুন্নত জারি করে যার আমল করা হয়, তবে তার পাপ ও পরে যারা আমল করবে তাদের পাপ তার উপর র্বতাবে এবং তাদের কারো কোন পাপ হ্রাস করা হবে না।[17]

প্রকৃত সুখী ঐ ব্যক্তি যে মরার সাথে তার পাপরাজি মরে যায়। আর সবচেয়ে বড় মিসকিন ঐ ব্যক্তি যে মরার সাথে তার পাপরাজি মরে না। এমন ব্যক্তি মরার পর

---

[17] . মুসনাদে আহমাদ-আল-ফাতহুর রাব্বানী-:19/71, মুসলিম হা:1017, তিরমিযী হা:2675, নাসাঈ হা: 2554, ইবনে মাজাহ শব্দ তারাই জারীর (রা:) হতে হা:203 ও দারেমী হা: 514

দুনিয়াতে ফিরে এসে নিজের হাতে কৃত পাপ হতে নিস্কৃত লাভের আশা করবে। কিন্তু অসম্ভব অসম্ভব।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100)

"অত:পর যখন তাদের কারো মৃত্যু আসবে তখন বলবে: হে আমার প্রতিপাল আমাকে ফিরিয়ে দিন যাতে করে সৎআমল করি যা ছেড়ে এসেছি।"

এটি তওবা করার একটি চিত্র কিন্তু সময় চলে যাওয়ার পর। মৃত্যুর মুখোমুখি হতে অনেক দূরে। দুনিয়াতে ফিরে এসে ছেড়ে

দেওয়া দিনগুলো সৎআমল করবে তার প্রত্যাশা করবে। এ জন্যই দেরী করে আশা করার উত্তরে এসেছে: “হবার নয়! এটি একটি বাক্য যা বলবে।”

কারণ এটি এমন এক প্রত্যাশা যা বলা হয়েছে সঙ্কির্ণ এক মুহূর্তে যা পরিবর্তন হওয়ার মত কোন সুযোগ নেই।

অতএব্ হে আল্লাহর বান্দা! মৃতুদের প্রত্যাশা সর্বদা আপনার জবানে ও খেয়ালে রাখুন। কারণ ইহা আপনার উত্তম কাজের জন্য সর্বোত্তম সহায়ক। তাই ইহা সব সময় বেশি বেশি করে করুন ও তার দিকে প্রতিযোগিতা করুন এর সাথে মৃতুদের জন্য দয়া কামনা করে দোয়া করুন।

সুতরাং, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাকে ভয় করুন এবং জীবনের যে বয়স বাকি রয়েছে যা আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করুন। আর জেনে

রাখুন! প্রতিটি মৃত ব্যক্তি যে আল্লাহর ব্যাপারে শিথিলতা করেছে সে আফসোসের সাথে আঙ্গুল কেটেছে। আর দুনিয়াতে ফিরে আশার প্রাত্যাশা করেছে যাতে করে আল্লাহর অনুগত হতে পারে। যাতে করে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারে। একটি তসবীহ মৃতাদের কাছে দুনিয়া ও তাতে যা আছে তার চাইতেও উত্তম। তারা দৃঢ়তার সাথে জানতে পেরেছে যে, আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া আর কোনকিছু উপকারে আসবে না।

নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি খেল- তামাশার মিডিয়ার সামনে বসে তার সময় নষ্ট করে, সে যদি জানত মৃতরা নষ্টকৃত একটি মিনিটের জন্য কি প্রত্যাশা করবে। বয়সের যে সময় বাকি রয়েছে যদি আপনি জানতেন, তাহলে অবশ্যই পুরো সময়টা আখেরাতমুখি হওয়ার জন্য লম্বা

আশা করতেন। এ ছাড়া আপনার আমল বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হতেন।

অতএব, নিজের পদস্খলন হতে সাবধান হন ও দীর্ঘ আফসোস করা থেকে ভয় করুন। আর মৃত্যুর পূর্বে বেঁচে থাকাকে মূল্যয়ন করুন।

নিশ্চয়ই এমন কিছু মুহূর্ত আপনি দেখবেন যখন মৃতদের কাতারে ছাড় আর কোন উপায় থাকবে না।

অতএব, মৃত্যুর পূর্বে বেশি বেশি সৎআমল করে পরিতৃপ্ত লাভ করা চেষ্টা করুন। আর ঢিল দেওয়ার পর্বে তওবা করার জন্য দ্রুত ছুটে আসুন। এমন সময় আসার আগে তওবা করুন যখন আপনার রবের দিকে ফিরে আসার আর কোন সময় থাকবে না। হঠাৎ করে মৃত্যু আসার পূর্বে করুন যখন আপনার ও আমলের মাঝে আড় চলে আসবে আর বলবে:

{يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي}

“হায় আফসোস যদি আমার জীবনের জন্য (ভাল কিছু) পেশ করতাম।”

জেনে রাখুন! নিশ্চয় এক মিনিট যা আপনার জীবনে অতিবাহিত হচ্ছে তা মিলিয়ন মিলিয়ন মৃতরা প্রাত্যাশা করবে যাতে করে ঐ মিনিটি আল্লাহর কাজে লাগাতে পারে। যাতে করে সে সময় আল্লাহ তাদেরকে তওবা করার সুযোগ দান করেন। যাতে করে একবার হলেও আল্লাহর জিকির করতে পারে। কিন্তু তাদের এ প্রত্যাশা পূরণ হবার নয়।

অতএব, আপনার জীবনের একটি মিনিটও আল্লাহর নাফরমানিতে ব্যয় করবেন না। যাতে করে যে দিন কোন লজ্জা কাজে আসবে না সেদিন আফসোস না করেন।

আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (57) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58) بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (59) وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ (60) وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (61)

“যাতে কেউ না বলে,হায়,হায়, আল্লাহ সকাশে আমি কর্তব্য অবহেলা করেছি এবং আমি ঠাট্টা- বিদ্রুপকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। অথবা

না বলে, আল্লাহ্ যদি আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে অবশ্যই আমি মুত্তাকীনদের একজন হতাম। অথবা আজাব প্রত্যক্ষ করার সময় না বলে, যদি কোনরূপে একবার ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে যাব। হ্যাঁ, তোমার কাছে আমার নির্দেশ এসছিল; অত:পর তুমি তাকে মিথ্যা বলেছিলে, অহংকার করেছিলে এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলে। যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কেয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কাল দেখবেন। অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নামে নয় কি? আর যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকবে, আল্লাহ তাদেরকে সাফল্যের সাথে মুক্তি দেবেন, তাদেরকে অনিষ্ট স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না।” [সূরা জুমার: 56-61]

আর আমরা মৃতুদের কষ্ট কিভাবে লাঘব করব? তাদের জন্য দোয়া, ক্ষমা চাওয়া ও দান- খয়রাতের দ্বারা। এসব সর্বোত্তম উপঢৌকন যা তারা আমাদের পক্ষ থেকে প্রত্যাশা করে। অতএব, এসব করার জন্য কেউ দ্রুত এগিয়ে আসবেন কি?

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা:) বলেন:

« إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَنَّى هَذَا فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ ».

“নিশ্চয়ই বান্দার জান্নাতে মর্যাদা উঁচু করে দেওয়া হবে। অত:পর সে বলবে, কিভাবে তার জন্য এমনটা হলো? তখন বলা হবে,

তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা।[18]

সুতরাং, ঐসব মৃতদের জন্য বিশেষ করে বাবা-মার জন্য এখলাসের সাথে দোয়া করুন। যাতে করে আল্লাহ আপনার মৃত্যুর পরে এমন ব্যক্তিকে নিয়গ করবেন যে আপনার জন্য দোয়া করবে।

আল্লাহর কাছে তাঁর সুন্দর সমূহনাম ও মর্যাদাপূর্ণ গুনসমূহ দ্বারা আমরা দোয়া করি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শেষ বিদায়ের দিনের জন্য প্রস্তুত গ্রহণের তৌফিক দান করুন। আর কবরে আমাদেরকে লজ্জিত ও অনুতপ্তকারী না করুন।

---

[18] . **মুসনাদে আহমাদ, "নিশ্চয়ই আল্লাহ মর্যাদা উঁচু করে দিবেন" এ শব্দ দ্বারা (ফাতহুর রাব্বানী):9/205, বায়হাকী, শাইখ আলবানী (রাহ:) সহীহুল জামেতে সহীহ বলেছেন হা: 1617**

লেখক
আবু উমার
25/11/1436হি:
আল- আহসা, সৌদি আরব
পো: বক্স নং- 1153